নির্জন প্রহর

শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম

প্রথম সংস্করণ : ১২ আগষ্ট, ১৯৫৬

প্রকাশক শ্রীঅমরানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম
পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা, বঙ্গদেশ
কামাখ্যা, কামরূপ,
আসাম।

মুদ্রাকর শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন,
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী অঙ্কিত

ভূমিকা

এক বিচিত্র দুঃখ-সুখের অলখ অনুভূতির জগত আমাদের অন্তরকে কত ভাবে আন্দোলিত, অভিভূত করে—কল্পনাকে করে বহুবর্ণে রঞ্জিত, কামনাকে উদ্দীপ্ত, কত রহস্যের দিগন্তের সাড়া ইশারা জাগায় প্রাণে—এই আনন্দ বেদনার হৃদয়রম্য অনুভূতি, আকর্ষণ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বস্তুনিষ্ঠ নয়,—অন্তরের পথে পরিক্রমা করে পেতে হয় তার অনির্বচনীয় স্বাদ।—যখন জড়-বিজ্ঞান প্রভৃত পার্থিব সুখকে সুলভ করে দিয়েছে—হাতের মুঠোয় পেয়েছি এক মাটির রচিত স্বপ্ন, অন্ন-পান প্রমোদের জগত—অতএব এ যুগে আত্মিকবোধ ও বিশ্বাস মূল্যহীন : নয়নাতীত নিরঞ্জন কোন অনুভূতির সত্য এ কালের কাব্যের উপজীব্য হতে পারে না—এ দাবী যে মহল থেকেই উঠুক, কোন স্বচ্ছ নিরপেক্ষ মনের কাব্য-বিচারে এ সিদ্ধান্ত অচল। বস্তুর বিকাশ আজ যত বড়ই হোক, আত্মাকে কী তা ছাপিয়ে উঠেছে? চিত্তহারী চার্বাকদর্শনের প্রলোভন-বাক্য বারবার পরাভব স্বীকার করেছে দুঃখ, মৃত্যু, ব্যাধিবীজ ও কালের কুটিল চক্রান্তের কাছে। অমৃতের পিপাসায় মানবাত্মা জয় করেছে কত জ্ঞানের, আনন্দের জগত। আস্তিক্যবুদ্ধি আশ্রিত মানুষের কর্ম ও কীর্তি জ্ঞানময় রসময়সৃষ্টি—এখনো কি আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা মহৎ গৌরব ও আনন্দের আশ্রয় নয়? বস্তু আমাদের কাছে যে আনন্দ-বিস্ময় বহন করে এনেছে, এর চেয়ে অনেক অনেক বড় আনন্দ-বিস্ময়ের অভিজ্ঞতা আমরা পাই আত্মার অনির্নীত অবারিত পথে বিচরণ করে। আজকের অস্থিরচিত্ত ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রলুব্ধ মানুষের চেয়ে বিশ্বাসের ভুবনের বাসিন্দারা প্রতিভা ও প্রেমে, জ্ঞানে ও গৌরবে অনেক উজ্জ্বল। নিভৃত মুহূর্তে, জীবনের বিরামহীন সংগ্রামে, প্রেমে, প্রাণের প্রকাশে, কর্মপ্রেরণায়—এখনো কী আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বারবার অগ্রজের বিশ্বাসের ভাণ্ডার থেকে—সীমাহীন সম্পদ আহরণ করছি না? নিরঞ্জন বিশ্বাসের রাজ্যে বিচরণ করে আজো অনেক মহৎ মানুষের আবির্ভাব ঘটছে—যাঁরা সমস্ত জগতকে, তার চেতনাকে সুনিশ্চিতরূপে প্রবুদ্ধ ও প্রভাবিত করছেন—অন্ধকার-কবলিত সৃষ্টির উদ্ধারের পথ দেখিয়ে চলেছেন।—এঁদের অস্বীকার করে শুধু সংখ্যার অঙ্কে বিচার করে অগণিত আত্মিক আশ্রয়-চ্যুত

শরীরসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য যারা অথবা নানা অপকৌশলে শক্তিকে যারা আয়ত্ত করে নিয়েছে, যাদের কাছে সত্য মৃত—এই আসুরিক স্বভাব সম্পন্ন মানুষের সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করে আমরা যদি অতীতের কীর্তি, দর্শন, ধ্যানময়, জ্ঞানময় চিন্তার সম্পদকে, আত্মার আলো ও অনুভূতির জগতকে অস্বীকার করি—পূর্বসুরীদের কোনো ক্ষতি হবে না এতে, আমরা হারাবো এক অচিন্ত্য, আশ্চর্য জ্ঞানের, আনন্দের আশ্রয়ভূমি। আমাদের কাছে এক প্রবল শক্তির উৎসপথ হবে অবরুদ্ধ। উপনিষদের অপূর্ব কবিতাগুলি আমাদের কাছে আজো যে আলো বহন করে আনে—এ পর্যন্ত আর কোথাও কি আমরা তা খুঁজে পেয়েছি? এই পৃথিবীতে শুধু জরা-ব্যাধি, মৃত্যুই সত্য নয়—একে ছাপিয়ে তার অসীমে ধ্বনিত হচ্ছে এক অবিনাশী প্রাণের, গানের, জীবনের পদধ্বনি। অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের পথে চিরদিন ধরে চলেছে মানুষের যাত্রা—অগণিত মানুষের পিপাসিত অন্তর—সন্ত ভক্ত মহাপুরুষদের রচিত কাব্য গানের রসধারায় পুণ্যস্নান করে আজো হচ্ছে পরিতৃপ্ত, শুষ্ক তৃষিতপ্রাণ সরস, সিক্ত,—দুঃখের অন্ধকারে খুঁজে পায় আলো, চরম হতাশায় শান্তি, বেদনার রক্তাক্ত ক্ষতে আরামের চন্দন প্রলেপ। দুর্দিনের সংসারে গীতার শ্লোকগুলো মরণশীল জীবনে তুলে ধরে না কি অমর আলো? সকল দুঃখ-বেদনা, ব্যথা-বঞ্চনায় দেয় না বাঁচার অমৃত?—ওজস্বান্ শব্দে, তুরীয় ছন্দে, অনন্যজ্ঞানে, মাধুর্যদীপ্ত বচনে এক একটি শ্লোক গূঢ় গম্ভীর সুঘোষ শঙ্খের ধ্বনির মত আমাদের সমস্ত সত্তাকে করে অভিভূত।

এখনো চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, মীরাবাঈ, সুরদাস—এঁদের রচিত গানের স্তবক বৈষ্ণবমহাজন পদাবলী, বাঙলার বাউল সঙ্গীত—কত যুগের অন্ধকার, রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের ইতিহাসের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অম্লান দীপ্তিতে বেঁচে আছে—একটুও ম্লান হয়নি তার কালজয়ী জ্যোতির্ময়রূপ, হ্রাস পায়নি রসের আবেদন। এখনো আলোকোজ্জ্বল কোনো প্রসন্ন প্রভাতে, ভৈরবী-আশাবরীর সুরে, সন্ধ্যার পূরবীতে, স্তব্ধ রাত্রির বেহাগে-বিভাসে—তাঁদের গান শুনে আমরা অভিভূত হই, অনিন্দ্য অনির্বচনীয় আনন্দের পাই স্বাদ। এখনো আমাদের জীবনের বহু বিস্তীর্ণ দিগন্ত জুড়ে রয়েছে তাঁদের অমোঘ প্রভাব।

বৈষ্ণব পদাবলী শুনে কখনো চোখ ভরে ওঠে জলে, রসে ভরে মন, তার

লীলা-লাবণ্যে অন্তরে স্ফুরিত হয় ললিত ভাব কদম্ব, কণ্টকিত হয় দেহ-মন—প্রেমের অমৃতস্পর্শে পুলক জাগে প্রাণে।—বাউল সংগীতগুলো দেহমনের তত্ত্বের আলোয়, রসে-রহস্যে সীমার মধ্য দিয়ে কোন অসীমের রাজ্যে আত্মাকে নিয়ে যায়।

ঈশ্বরের আলোয় অন্তরের ধ্যানলোকে আমরা এক বিশাল জ্ঞান ও মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের পেয়েছি পরিচয়। দুঃখ-শোক, জরা-মৃত্যুর সংগে অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পথে জীবন পেয়েছে জয়ের পথ, যৌবন পেয়েছে অপরূপ অমর প্রেমের স্বপ্ন—মাটির বাসায় পৌঁছেচে দূরের আলো, ভঙ্গুর পাত্র ভরে উঠেছে স্বর্গের সুধায়, পরাজিত প্রাণ পেয়েছে শান্তি। অক্লান্ত হাতে বারবার যেখানে কাল মুছে ফেলেছে আমাদের কীর্তিকে, সৃষ্টিকে,—কোটি কোটি প্রাণ তার করাল হাঁ-করা গহ্বরে হয় বিলীন, অন্ধকারে অবলুপ্ত,—সেখানে মানুষ পেয়েছে বিশ্বাসের অনল-গীতা, শাশ্বত প্রাণ, গান এবং বাঁচার অমৃত।

সূর্য, যা আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে বহু লক্ষগুণ বড়—তার সমস্ত আলো ঢেলে আমাদের কাছে অচিন্ত্য রস ও রহস্যের জগতকে কতখানি উন্মোচিত করতে পেরেছে? রৌদ্র, ফুল, পাখি, সবুজ ঘাসে ঘাসে জ্বলছে যে প্রাণের শিখা, অপরাহ্নের আকাশের মেঘে ঝরছে যে রঙের সমারোহ—ক্ষুদ্র কীটের পাখায় কাঁপছে অপূর্ব প্রাণের ছন্দ, রূপের মধ্যে ফুটে আছে অরূপের আভাষ—ক'জনে তা দেখতে পায় সূর্যের আলোয়? এত আলোয় কে কার মনকে দেখে, চেনে—কে পৌঁছতে পারে কার প্রাণে? এক বিরাট অকল্পনীয় দৈত্যের প্রতিকায় সূর্য—তবু আমাদের কাছে সে প্রকাশ করতে পারে কতটুকু? কিন্তু আত্মার একটি আলোশিখা শুধু এই দেখার জগতের অজস্র বর্ণে, রূপে, গন্ধে আকীর্ণ অনন্ত সৃষ্টির সৌন্দর্যকেই শুধু যে প্রকাশ করে, তা নয়; রূপের আড়ালে অরূপকে,—এক অশেষ আনন্দের রাজ্যকে, অদেখা রহস্যের দিক্‌দেশকে করে প্রকাশ। চিররহস্যে ঢাকা মনকে তখন দেখি, বুঝি,—আলোকাঙ্কিত পথে পৌঁছি প্রাণলোকে, পরস্পরের সাথে হই পরিচিত, মিলিত,—মাটির ঘরের জানালা খুলে দেখতে পাই স্বর্গ।

ঈশ্বর বা আত্মাকে বাদ দিয়ে আমাদের থাকে কি? রক্ত মাংসের স্তূপে, বিপুল বস্তুপুঞ্জের পর্বত-প্রান্তরে অন্বেষণ করে আমরা পাই কতটুকু?—

ঈশ্বরকে অবলম্বন করে যুগ যুগ ধরে অফুরন্ত মহৎ কবিতা রচিত হয়েছে—এখনো সেই অনাদি প্রেরণা বহু জীবনে কাজ করে চলেছে এবং চিরদিন তা চলবে। কেননা, বস্তুর চেয়ে আত্মার, শরীরের চেয়ে মনের শক্তি অনেক—অনেক বড়, তা অবিসংবাদিত সত্য। অতএব আত্মিক আলো-আনন্দ নিয়েও চলবে কাব্য-রচনা,—শুধু সংশয়, সন্দেহ, বস্তুপুঞ্জের মনোহারী সংগ্রহ, বিস্ময়কর যান্ত্রিক প্রগতি, জৈব সুখ—অতীতের অপূর্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা, সত্যবোধ, প্রেম ও পবিত্রতার সংস্কারকে দলিত করে চলেছে যে উদ্ধত জড়বুদ্ধি, শরীরের ক্ষুধায়, রক্তের তৃষ্ণায় অশান্ত অগণ্য মানুষের মিছিল, রঙ-করা কতকগুলি বিলাসী,—ভোগের পংকে নিমজ্জিত মানুষ—এ যুগের সম্পূর্ণ চিত্র তাদের নিয়ে নয়। এই সভ্যতার মরুভূমিতেও রয়েছে শান্তির শিবির, শাশ্বত আনন্দের উদ্যান, বিশ্বাসের অচল ধ্রুব আশ্রয়ভূমি; এখনো অনেক মনে জ্বলছে আস্তিক্যের আলো,-এঁরা সংখ্যায় প্রচুর না হলেও প্রবল এবং প্রতিষ্ঠিত। এঁদের অস্বীকার করলে, এ যুগের মহত্তম কবি রবীন্দ্রনাথকেও বাতিল করতে হয়।

আবার ঈশ্বরই একমাত্র সত্য; আর মানুষ, প্রকৃতি—এসব অনিত্য মায়া প্রপঞ্চ, কাব্যে অকিঞ্চিৎকর অশ্রদ্ধেয় উপাদান,—তাও নয়। একের মধ্যে যিনি অনন্তকে এবং অনন্তের মধ্যে যিনি একেকে দর্শন করেছেন, তারই দেখা সত্য। সীমার মধ্যে যিনি দেখছেন অসীমকে, তাঁরই অনুভূতি পূর্ণ।

প্রকৃতি ও মানুষকে ভালবেসে আমরা পেতে পারি পরম প্রার্থিতের পরিচয়,—জীবনের অমৃত। ব্রহ্ম অখণ্ড সত্য,—অতএব, তাঁর ইচ্ছাও সত্য—জীব ও জগত, অখিল সৃষ্টি তাঁরই ইচ্ছার অনন্ত মূর্তি, বহুরূপী প্রকাশ। অতএব, এও অসত্য নয়। ঈশ্বর থেকে তাঁর সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাটাই হ'ল ভ্রম, মায়া। এই অজ্ঞতার অন্ধকারে যখন আমরা চলি, তখনই আমরা নানা ছলনায়,—লোভ, মোহ কামনার গহ্বরে হই পতিত; আমাদের চলার পথ হয় রুদ্ধ, জীবন হয় ব্যর্থ, বিপন্ন। যখন আমরা সর্বাত্মক অখণ্ড দৃষ্টি নিয়ে জগত ও জীবনকে দেখি, ভালবাসি—তখন প্রকৃতির পাঠশালায় লাভ করি অফুরন্ত জ্ঞান, বাঁচার প্রাণরস—আদি মাতা প্রকৃতিকে, মাটির গড়া জীবনকে ভালবেসে পাই পরমের প্রসাদ।

(নয়)

আকাশে নীল নবঘন মেঘের পাশ দিয়ে উড়ে চলা বলাকা পংক্তি দর্শন করে রামকৃষ্ণদেব আর একটি গোলাপ ফুলের শোভায় মুগ্ধ হয়ে বিজয়কৃষ্ণ এক দিব্য ভাবে হন সমাধিমগ্ন—এক চরম অনুভূতির ভূমিতে হন উত্তীর্ণ—যেখানে থেকে ঈশ্বরকে যায় দেখা, সৃষ্টির গহন গভীর তত্ত্বকে, জন্ম-মৃত্যু, জীবনের সমস্ত জটিল রহস্যকে যায় জানা।

প্রকৃতি আমাদের মনে স্বপ্ন বুনে, কাক ডাকা দুপুরে মনে বাজে উদাস সুর, নির্জন তারা দেয় দূরের ইশারা; ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যেও শুদ্ধ প্রেমের আলোয় আমরা খুঁজে পাই পরম সুন্দরকে।—আপন পূজার দেবতাকে পাই অন্তরের আসনে। •কোনো মানুষীর হাতে জ্বলে মাটির ঘরে কল্যাণ-দীপ,—ঝরে স্বর্গের আলো। আমাদের সুখ-দুঃখ, কান্না ও করুণার আলোয় ফোটে অমর কাব্য। বেদের ঊষা-বন্দনা, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা, জবাকুসুম সংকাশসূর্যের স্তবগাথা—বিভিন্ন নৈঃসর্গ বর্ণনা, কার মনকে মুগ্ধ ও রোমাঞ্চিত করে না? নিষাদের শরে আহত, মরণোন্মুখ এক ক্রৌঞ্চ-মিথুনের শোকেই রচিত হয়েছিল আদি কাব্যের বেদনামোহন অবিস্মরণীয় শ্লোক।···সৃষ্টিকে যখন স্রষ্টার সঙ্গে অভিন্ন দেখি—তখন রক্ত মাংসের গড়া নর-নারীর মিলন, বিরহ, অদম্য সুখের আশা, দুঃখের অগ্নি,—এই নয়নশোভন প্রকৃতি—আমাদের চেতনাকে পরমের দিকে নিয়ে যায়। আমরা সামান্যের ভিতর দিয়ে পাই অসামান্যের অনুভব।

আত্মার আবেগ, অনুভূতি, অন্তরের প্রেম, বিরহ, প্রকৃতির রূপ, রস—এই সমস্ত কিছুকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে "নির্জন-প্রহর"-এর কবিতাগুচ্ছ।

শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের অধিকাংশ রচনা 'কবিতা' 'দেশ' ও 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থকার বর্তমানে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করে শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হয়েছেন,—অতএব তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীমৃণালকান্তির পরিবর্তে শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী লেখা হল।··· গ্রন্থ প্রকাশে উদার-হৃদয় শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বহু সাহায্য করেছেন। মুদ্রণ-প্রমাদ দূরীকরণ ও সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন শ্রীযুক্ত সুনীলেন্দ্রকুমার চৌধুরী ও শ্রীসুবোধচন্দ্র পাল—এ জন্য তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রচ্ছদপটখানি গ্রন্থকার কর্তৃক অঙ্কিত।

শ্রীঅমরানন্দ ব্রহ্মচারী

উৎসর্গ

প্রেম-ভক্তির দিব্যমূর্তি

শ্রীশ্রীমৎওঁঙ্কারনাথ সীতারামদাসজী মহারাজের

শ্রীকরকমলে অর্ঘ

নির্জন প্রহর

সে কি জানে, হৃদয়ের শতযুগ ধরে
এতো রাত্রি, যার তরে এতো কান্না ঝরে ?
এ-ঘরে ও-ঘরে মনে শূন্য ছায়া ঘুরে,
গোধূলির শেষগান বিষাদের সুরে।

নিঃশব্দ পাথরে ঢাকা রাতের মহলে,
বিষণ্ণ স্মৃতির মূর্তি পড়ে গলে গলে।
সে কি জানে প্রতীক্ষার নিঃসঙ্গ প্রহরে,
একা একা প্রদীপের আলোয় কে পোড়ে ?

পূর্বরাগ

কে আসে কে যায়,—আঁকাশের মত মন
সূর্যের রঙে বদলায় সারাখন :
ধূপের মতন একাকী আঁধারে পোড়ে,
ঘোরে ধূ-ধূ নীল স্বপ্নের প্রান্তরে।
বৈশাখী মেঘে, বৃষ্টিধারার গানে—
কে আসে কে যায়—ব্যথা-বিদ্যুৎ হানে।
রাতের শিশিরে রুক্ষ দিনের দাহে
ফোটে যে আশার করুণ কুন্দকলি—
উদ্দেশে দেই মুঠো মুঠো অঞ্জলি।
বেঁধেছো আমারে জীবনে মরণে তুমি—
একটি ধ্যানের অসীমে হয়েছে হারা,
দিনের সূর্য, আমার সন্ধ্যাতারা॥

অন্বেষণ

সেই দীপ আকাশ-অঙ্গনে জ্বলে, ফুরায় না কভু যার আলো।
সে-অনামা পুষ্প থেকে ছড়ায় সুরভি, পাপড়ি ঝরে না এলোমেলো।
সে-চাঁদের নেই বাড়া-কমা, চির রাত্রি ঢালে শুধু পূর্ণিমার সুধা।
সে-জীবন আপন আনন্দে পূর্ণ, নেই তার কোনো তৃষ্ণা ক্ষুধা।
সে-সিন্ধু পাখির কণ্ঠে গান অবিরল, মানুষের বুকে তার বাসা।
সে অদৃশ্য মহানদী নিরবধি বহে, অমৃতের মিটায় পিপাসা।
সে রামধনুর রং মোছে নাকো মেঘে, রাঙায় আকাশ চিরদিন।
সে অগ্নির আলো থেকে জ্বলে কোটি প্রাণ,
দীপ্তশিখা জাগে মৃত্যুহীন।
রৌদ্র বৃষ্টি ধূলি ঝড়ে অনির্ণীত পথহীন দূর দিক-দেশে,
উদয়াস্ত ফিরি আমি স্বপ্নচারী, সেই মহাপ্রাণের উদ্দেশে॥

উৎসর্গ

মেঘছায়া তুমি অথবা বহ্নি-দহন,
তোমাতে করেছি আত্ম-সমর্পণ।
নিশীথ নীরব ব্যথা-পুঞ্জিত ক্ষণে
প্রহর কাটাই একা তারা গুণে গুণে।
গোধূলি বেলার বিষাদ-বাহিত ঝড়ে,
মৌন মানস ডুবে স্মৃতি-নির্ঝরে।
একটি ধ্যানের নীরবে কে নেয় শরণ,
কার নাম জপে অক্ষমালায় মন।
উদাসীন তুমি, প্রাণের ভস্মে কত
ঢেকে রাখি এই রক্ত-ঝরাণো ক্ষত।
বিফল পূজায় কাকে চাই বারে বারে,
জ্বলি নিশিদিন বেদনার অঙ্গারে।
এবং অমর আশার আলোয় জ্বলি,
নিঃশেষে দেই এ হৃদয় অঞ্জলি ।।

পুতুল

কখনো হাসাও, কখনো কাঁদাও তাকে,
রঙ-করা এই মাটির পুতুলটাকে।
দিনরাত কী যে ক্ষুধার তাড়ায় ছুটে,
এখানে ওখানে নিষ্ফল মাথা কুটে।
রুক্ষ দিনের রূপ-ঝরা সংসারে,
পোড়াও তাকে কী দুঃখের অঙ্গারে।
পিপাসা-আলোর জ্বলে ধুক্-ধুক বুকে,
ডানা মেলে দেয় কখনো সুদূর লোকে।
—দু'চোখ হঠাৎ স্বপ্ন ধুলোয় ঢাকো,
অবুঝ আশার রঙ ছবি মনে আঁকো।
কী মায়াবী দীপ প্রাণের শিখায় জ্বালো-
ফের মুছে ফেল ফুৎকারে তার আলো॥

অপূর্ব

(শ্রীযুক্তবুদ্ধদেব বসুর করকমলে)

সে ধুলোয় করে সোনা, সকলে মুঠো মুঠো সোনা ছড়ায়।
কী মায়াবী-মন্ত্রে ওই মেঘ হয় পাখি, পাথর গলায়,
নিপুণ হাতে মাটি ছেনে মূর্তি গড়ে,—দূরের আলো আনে-
মাটির মায়ায় বাঁধে দূরের প্রাণ,
আবার বাঁধন-ছেঁড়া কঠিন আঘাত হানে।

সে আছে সবখানে, তবু পায় না কেউ তাকে—
রোদ বৃষ্টি ফুল ঝরায়: অসীম রূপে আপন রূপ সে ঢাকে।
দিনের শেষে শহরতলীর অন্ধ গলির স্তব্ধ এই মোড়ে,
অপূর্বের পাই পরিচয় ধুলোয়, নির্জন আলোর অক্ষরে॥

প্রেমিকের গান

সে এক অলীক স্বপ্ন—তবে তার তরে,
কেন বলো এত কথা, এত গান ঝরে ?
দিনের মুখর নীড়ে রৌদ্রের মতন,
সে-মধুর ভাবনায় ভরে থাকে মন।
একাকী আঁধার ঘরে দীপশিখা জ্বলে,
দেয়ালে শূন্যতা কাঁপে, চোখ ভরে জলে
সোনায় সংসার মোড়া তবু নেই সুখ,
কেন একা অন্ধকারে কেঁদে ওঠে বুক।
দিনরাত মনে মনে চাই যেন কাকে,
ঘুম ভেঙে জেগে উঠি কার দূর ডাকে—
চেনার ভুবনে নয় ; মন তাকে জানে,
সে রূপে জীবন রাঙে, প্রাণ ঝুরে গানে

অগ্নিপ্রাণ

রৌদ্র চাই—কীটদষ্ট শিশুশাখা অবিরল নীলে,
বৃষ্টির ধারায় ধুয়ে নিতে চাই। আমার নিখিলে
বিষণ্ণ দুঃখের শীত ঝরে ; পাখি কিংবা নই প্রজাপতি,
দিন মাস বর্ষ যায়—ইটের দেয়ালে স্তব্ধ অবারিত গতি
ঈশ্বরের আশীর্বাদ নামে : রৌদ্র ঝরে—সোনা হয় ধূলি,
দূর মাঠ মাটি ঘাস অশ্বত্থের পীত পাতাগুলি।
এইখানে বাসি অন্ধকার, ইটের ধূসর ধূ-ধূ-মরু :
বিশাল তৃষ্ণার দাহ—আমি এক অভিশপ্ত তরু।
উই, ধুলো, ক্লেদকীর্ণ অন্ধকারে আছি আর নিরবধি
বিশীর্ণ আমার দেহে তীব্রবিষ বহে নীল যন্ত্রণার নদী।
এর থেকে মুক্তি আছে, আমার আত্মায় তাই

অনির্বাণ মুক্তির বাসনা—

কী এক আশ্চর্য মন্ত্রে মাটি হয় ফুল, মেঘ হয় পাখি,
একদিন আমিও অমৃত-নভে মেলে দেবো ডানা॥

অব্যক্ত

একা একা বেদনা আভায় চিনি তারে দুঃখের প্রহরে।
মেঘ করে, বৃষ্টি ঝরে ঝাপসা গাছপালা, বৃষ্টি ঝরে অবেলায়
বৃষ্টি ঝরে মাঠে মাঠে, কান্না ঝরে স্তব্ধ মনে বৃষ্টির ধারায়।
ভোর হয়; এতো বড় আলোর আকাশ,
তবু এক আকাশ অজানা
চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত প্রাণ। এতো আলো গান,—তবুও
ভরে না বুক,
দিনের শূন্যতা।
ছায়ায় আলোয় আঁকা ভেসে উঠে কার মুখ
ধূ ধূ করে বৈশাখের ধূলি রুক্ষ মাঠ,
দুপুর দূরের মন্ত্র পড়ে।
কে সে? কাকে আমি চাই? যদি কভু হই অন্যমনা,
সে আমাকে ডাকে।

রাত্রি আসে, অন্ধকারে দীপশিখা জ্বলে
এক আলোর মন্দির গড়ে, সে থাকে আড়ালে।
তারি স্মৃতি সম্মোহিত করে শুধু আমার চেতনা।
কত সুর ফোটে ঝরে, যে গানে তোমাকে পাওয়া যায়
সে গানের কুঁড়ি আজো ফোটে নাই মনের শাখায়॥

অগ্নি

সেও কি পড়েছে বাঁধা হৃদয়ের অসংখ্য বন্ধনে।
সেও পোড়ে, যে আমারে অহর্নিশি পোড়ায় আগুনে

চেয়ে থাকি কালের জানালা-পথে আশায় উৎসুক,
নির্জন আলোয় যদি ফোটে সেই আকাঙ্খিত মুখ।

দিন যায়, রাত্রি আসে,—অন্ধকার নিঃসঙ্গ কাঁদার,
নিরন্তর কী এক দুঃসহ দাহ তোমাকে চাওয়ার॥

একটি আশ্চর্য মুখ

একটি আশ্চর্য মুখ ফোটায় কে মনের পাথরে
নির্মল রেখায়, হেনে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত,
সেও মোছে বার বার লোভের নির্লজ্জ স্থূল হাত।
দেখার প্রসন্ন আলো,—মিলায় শান্তির তট ক্ষুব্ধ ধূলি-ঝড়ে।

নিভৃত প্রাণের গান—সেও ডোবে গভীর অতলে
রক্তে, প্রাণে পাশব চিৎকারে। সংশয়ের গাঢ় অন্ধকারে
ইঁদুরের অবাধ রাজত্ব চলে হৃদয়ের গোপন ভাঁড়ারে,
তোমার রচিত স্বপ্ন করে ক্লিন্ন—ক্লেদ মাটি খড়-কুটা ফেলে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ঘোরে তস্করের ছায়া, তবু জানি সত্য হবে
একদিন জীবন-শিল্পীর ইচ্ছা পরিপূর্ণ আপন গৌরবে॥

দিন যায়

এ পথেও আস তুমি সাঁঝের আলোতে,
পড়েছে পায়ের ছাপ কঠিন ধূলোতে।
দূর নীলে তারা ফোটে, দীপ জ্বলে ঘরে ;
তোমার প্রতীক্ষা চোখে প্রহরে প্রহরে।
নিঃসঙ্গ সময় কাটে, কারো নেই সাড়া,
চারদিকে—দেয়ালের কঠিন পাহারা।
দিন যায়, রাত যায়—তুমি আছ সরে,
মাথা কোটে এ হৃদয় রাতের পাথরে।
কী দারুণ পিপাসায় ঝরে ক্লান্ত প্রাণ,
এ প্রাণের কান্নায় গলবে পাষাণ।

অচেনা

চেনা এরা অনেক দিনের নানা ঋতুর ফুল
শিউলি যূঁই চামেলী আর শ্রাবণ রাতের বকুল।
কী অপরূপ ভোরের পাখি, রঙ মেখেছে গায় ;
শর্ষেক্ষেতে রঙ লেগেছে গাছের কচি পাতায়।
নিশুতি রাত তারায় ভরা, মৌমাছি ফুল ঘাস—
দেখা আমার এদের সাথে সহজ বারো মাস।
নিরালা দিন স্বপ্ন বুনে, মনকে রাঙায় কে ?
ফোটায় কে ফুল হঠাৎ আবার বিষাদ ছায়ায় ঢাকে,
মেঘে মেঘে সূর্য-ভাঙা রাঙা আগুন ছড়ায় কী বিস্ময়,
একলা দিনে শুধাই কাকে,—তার কী পরিচয়।
চির পথিক চলি, হাজার প্রাণে মিলাই প্রাণ,
মিছিল চলে, প্রাণের স্রোত সুদূর বহমান।
বেচা-কেনার হাটের পথে রুক্ষ দিনের আলোয়,
কে জানতে চায় এতো কথা—তার কী পরিচয় ?

প্রতীক্ষা

রুদ্র দিন জ্বলে দূর আকাশের ঊর্ধনীলে আগ্নেয়চূড়ায়,
শান্তছায়া প্রাচীন অশ্বত্থ মূলে পরিশ্রান্ত প্রহর ঘুমায়,
শতশিখা মেলে ছিন্নমস্তা তৃষ্ণা জ্বলে প্রাণের গুহায়।

কনে-দেখা মেঘে মেঘে ঝরে রাঙা গোধূলির সোনা,
আমার আর্তির মূর্তি আর যত জীর্ণ ম্লান অসিদ্ধ কামনা
অনাথ ভিখারী সম অলিগলি পথে তারা করে আনাগোনা।

শ্রান্তরাত জেগে রয় মৃন্ময় প্রদীপে মৃদু ক্ষীণায়ু শিখায়,
বৃষ্টি ঝরে, কান্না ঝরে—জনহীন অন্ধকারে স্তব্ধ নিরালায়।
ব্যথার শর্বরী, প্রাণ রূপে ও অরূপে শুধু তোমাকেই চায়।

কখন আসবে তুমি ? ক্লান্তসুরে ঘণ্টা বাজে প্রহরে প্রহরে
যাকে পেলে সর্বাতীত আনন্দের স্বাদ পাই, শূন্যঘরে
অগাধ আঁধারে কাটে চৈতন্য আলোয় তার মূর্তি গড়ে॥

অন্ধ

কী যে শান্তি নীলিমায়, ঘাস গাছ মাঠের প্রান্তরে—
মেঘে মেঘে আঁকা। দূর দিগ্বলয়ে বর্ণধূলি ঝরে,
রোদে নীল প্রজাপতি, ফুলগুলি গাছের শাখায়।
সন্ধ্যার অঙ্গনে স্বপ্নের ইশারা ফোটে একক তারায়,
নির্জন রাত্রির মূর্তি চুপিচুপি লঘু পদপাতে
নিঃশব্দে দাঁড়ায় এসে ছায়াম্লান স্তব্ধ জানালাতে।

বিকীর্ণ অজস্র ছবি আলোয় সৃষ্টির আঙিনায়—
এর মূল্য কানাকড়ি। ঘোলা করে সময়ের জল,
অনিদ্র কুটিল পথে মানুষের যাত্রা অবিরল,
অবশেষে নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেয় মৃত্যুর গুহাতে,
শতচ্ছিদ্র কীটদষ্ট সময়ের শূন্য ঝুলি হাতে॥

সেই কথা

কথা শুনি, না বলা তোমার কথা রোঁদ ভরা ঘাসে,
ঝিঁ-ঝিঁদের ডাকে, বাতাবী নেবুর ফুলে অতন্দ্র সুবাসে।
সেই কথা মন্ত্র হয়, মধ্য দিনে নিঃসঙ্গ প্রহরে—
যোগিয়ার সুরে ওঠে তারি প্রতিধ্বনি শূন্যের মন্দিরে।

সন্ধ্যাকাশে মেঘে মেঘে রঙের আঁচড়ে ফোটে কথাকলি,
সে কথার মূর্তি গড়ে শাদাঝরা রাতের শেফালি।
বৃষ্টি ঝরে, গান ঝরে—তোমার না বলা কথা
ছায়া হয়ে ঘোরে,—
অসংখ্য প্রতীকে প্রাণে, আদিগন্ত লুপ্তচিহ্ন ব্যাপ্ত চরাচরে

আমন্ত্রণ

এল না সে ফাগুন দিনের ফুলের আমন্ত্রণে
পৌষ গেল পথ চেয়ে তার ঝরা পাতার গানে ॥
নিরুদ্দেশ নাম ধরে যায় আমার গানের পাখি।
সে কি শুধু ক্ষণ-চপল মধুর দিনের ফাঁকি— ?

কোথায় রাঙা ফুলের প্রহর পারুল চামেলি
লেগেছে হায় এদের গায় কত মলিন ধুলি,
এরা সেই বনের ফুল ফুটেছিল মনে—
এল না সে ফাগুন দিনের ফুলের আমন্ত্রণে ॥

অনন্য

আমি অন্ধকারের অপরূপ পায়ের ধ্বনি শুনেছি
দুপুরে সোনার ঝড়ে শুনেছি কার সুদূর ডাক,
পউষের ঝরাপাতার গান শুনেছি
আর ঝরা ফুলের কান্না—
বেলাশেষের গান সন্ধ্যার নদীর বুকে,
আর পায়ের নিচের নরম ঘাসের বুকে
আদরের সুর,
বৃষ্টি-ঝরা রাতে গাছের পাতাপল্লবে
অন্ধকারের স্বরলিপি।
হঠাৎ কোন বিরল মুহূর্তের আলোয়
আমি ধূলোর গান শুনেছি—
সেদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে তুমি বলেছিলে,
'আমি তোমারই'—
যেন স্তব্ধ নির্জন রাত্রির আকাশে
কথা কয়ে উঠলো
একটি তারা,—
এমন অপরূপ গান আর শুনিনি॥

বিপ্রলব্ধ

সে আমারে বেঁধেছে কী কঠিন বাঁধনে।
নিরন্তর সে বন্ধনে আনন্দ-প্রসাদ পাই মনে,
সৌম্য এই দিনের প্রহরে, হৃদয়-সমুদ্র থৈ থৈ—
প্রাণ-মন্ত্রে অমৃত-ভাষণে আমি জপি নাম তার।
বিরহ-বিষণ্ণ-লোকে করি কভু নিঃসঙ্গ বিহার।

চেয়ে-চেয়ে দেখি : নদী মাঠ সুদূর শহর ছবি
ওপারের পাহাড়ের নীল—
কী আশা, বেদনা বোনে এই চেনা
আঞ্চলিক আমার নিখিল।
রৌদ্র ঝরে—দুপুর গহন হয় স্তব্ধ ধ্যানাসনে
বিশাল সুনীল ছন্দে, আমি একা-একা
বেদনা-আভায় আঁকি বাঞ্ছিতের রূপ ক্ষণ-দেখা।

বেলা যায়—কনে-দেখা আলোয় আকাশে ফোটে
কার ছায়া মুখ :
সে যে আমি, রাত্রির সাম্রাজ্যে ফিরি সন্ধ্যা-লগ্নে
একা একা সংগীহীন ঘরে,—
সূর্যের উজ্জ্বল শরে রক্তঝরা বুক॥

সে আসেনি

সে আসেনি—
দুপুর গড়ায়।
শূন্য ঘর
নিঃসঙ্গ প্রহর—
ও-বাড়ির ছাদে
কাক ডাকে,
রৌদ্রের ঝিলিক আঁকে
কত ছিন্ন ছবি—
মেঘের পাড়ায়
আকাশের গায়।
বৃষ্টি-ঝরা ঝাপসা দিনের
ছায়া ঝরে,
কত কথা
অবিরল
ছায়ার অক্ষরে॥

অজানা

বৃষ্টি ঝরে
নিঃসঙ্গ দুপুরে
ঝাপসা গাছ-পালা সারি
দূরের প্রহরী,
এ-মনের ছায়া-জানালায়,
কে তাকায় ?
কে ?
কোনোদিন জানবো না তাকে ?

বিকেলের নদী মাঠ
সন্ধ্যার আলোয় মেদুর,
উদাসীন দৃষ্টি মেলে
চেয়ে থাকা দূর—
দিনান্তের মলিন ছায়ায়
কে লুকায় ?

চির অপরিচিতের রূপ ধরি,
কে ফোটায় স্বপ্নের মঞ্জরী ?
তাকে ঘিরে শুধু স্তব্ধতার
রহে অন্ধকার ॥

চিঠি

(শ্রীযুক্তকৃষ্ণজীবন গুপ্ত-কে লিখিত)

নিঃসঙ্গ আঁধারে আজ দেখ দীপ জ্বেলে,
এতোদিন তুমি কার পূজো করে এলে।
তিরিশটি বসন্তের ফুল আর গান,
কী দহনে গেল ঝরে, কাকে দিলে দান?
কাক-ডাকা ধূ-ধূ নীল দুপুরের সুর,
কোনোদিন ও-মনকে ডাকেনি কি দূর!
কতদূর নিয়ে যাবে এই কানাগলি।
ঘরেতে জমেছে রাশি সংসারের ধূলি।
মৃত্যুর নির্জন ছায়া যখন একাকী,—
এই সুখ প্রত্যহের কত বড় ফাঁকি।
চিনে নাও,—চেতনার ধ্যানী-দীপ জ্বালো,
যে প্রাণে জাগাবে প্রাণ, দেবে ধ্রুব আলো॥

আর্ত

নিশার নীরব ঘণ্টা প্রহরে প্রহরে বাজে।
দুঃখের এ কণ্টক শয্যায় ঘুম আসে না-যে
একা একা রাত্রি জাগি।

অনুক্ষণ কী যে চাই—
আকাঙ্খার দুঃসহ অনলে নিজেরে পোড়াই।
সৃষ্টির বিশাল বক্ষে ফোটে কত মাধুর্য-মন্দার,

কত স্বপ্ন, কত গান,—আরো আছে অন্ধকার
হে সময়, নির্জন শান্তির রাজ্য জঠোরে তোমার
আর যন্ত্রণার ধূ-ধূ মরুপথে আর্ত পিপাসায়
আমি শুধু মুছে যাবো দয়াহীন অন্তিম অমায়॥

একটি পাখি

মাটির খাঁচায় বন্দী পাখি
উদাস চেয়ে থাকে,
রোদ বৃষ্টি ক্লান্ত দিন ঝরে—
কে দূর থেকে ডাকে।
সইতে যে হয় অর্থহীন "
অনেক দুর্ভাবনা—
কী দুঃসহ ক্ষুধার জ্বালা
বাঁচার দাহ দেনা।
কালের কশায় জীর্ণ খাঁচা
হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে,
চেনা আলোর আকাশ ছেড়ে
পাখিও যায় উড়ে॥

অন্তর্লীন

সে রয়েছে কাছাঁকাছি, কভু তার কথা শুনি।
বৃষ্টির দুপুরে একা ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টির অঙ্গনে
এখানে ওখানে ঘোরে, ছায়া ফেলে যায় শূন্য মনে
নিরালায়, মনে হয় তাকে যেন কতকাল চিনি।

কী স্বপ্ন-সংকেতে এই সত্তার ভুবন দেয় ভরে।
ফোটায় গানের কুঁড়ি ক্লান্তিহীন অমুক্ত প্রণবে,
মৌন তার মায়ামন্ত্রে মাতে ঋতু রঙের উৎসবে।
সে শুধু ছায়ার মত অন্তহীন অন্তরালে ঘোরে।

সে রয়েছে কাছাকাছি,—তবু নয় স্বপ্ন-সহচরী,
সেই মূর্তি সত্য হয় হৃদয়ের পোহালে শর্বরী॥

দিনগুলি

দিনগুলি যেন ভাঙা বাসাছাড়া পাখি,
উড়ে উড়ে যায় মুছে যত পিছু ডাকি।
সংসার জুড়ে কত শুনি কান্না হাসি।
পেয়েও পাইনে তাকে, দূর ডাকা বাঁশি
বেজে চলে।   ক্ষমাহীন সময়ের হাত
নিবায় দিনের আলো, ধূ-ধূ করে রাত।
নিরালার দীপশিখা, বিষাদের ছায়া
একাকী আলোয় কাঁপে।   জাগে কার মায়া,
প্রহরে প্রহরে তার প্রতীক্ষা দু'চোখে।
চেনা হবে মুখোমুখি মাধুরী আলোকে,
—এ আকাঙ্খা নদী হয়, স্বপ্ন বুনে মন,
দিনরাত্রি—ধন্য হবে ধূলোর জীবন॥

অদৃশ্য শত্রু : মৃত্যু

নিঃসঙ্গ কালের হাতে ক্লান্তিহীন ঘোরে
পাণ্ডুবর্ণ একখানি মুহূর্তের মালা।
দিনের উজ্জ্বল ছবি ঢাকে ধূলি-ঝড়ে;
ছেঁড়ে ফুল, সংসারের ভাঙে ডালপালা।
রৌদ্রের নির্যাস করে কী নেশায় পান
শেষ ঘুমে চোখ মুদে স্বপ্নের মৌমাছি।
মৌ ঝরে চাক ভেঙে, স্তব্ধ হয় গান।
কার ছায়া সারাক্ষণ ফেরে কাছাকাছি—
বোনে সে জরার বীজ, তার কালো হাত
নিঃশব্দ ক্ষয়ের মূর্তি আঁকে দিনরাত,
উঞ্ছবৃত্তি সম ফেরে ক্রূরমূর্তি তার
অক্লান্ত কুড়ায় যত প্রাণের সম্ভার॥

খেলা

সে আকাশ আলোয় ভরে, মেঘে মেঘে অস্থির বিদ্যুৎ-বর্শা হানে,
মেঘের পাহাড় মুঠোয় ভাঙে, বিদায় লগ্নে বিষণ্ণ গান জাগায় প্রাণে—
নিরন্তর সবার মনে তোলে হাজার সুখ-দুঃখের ঢেউ,
কেউ সুখের আশায়, কেউ দুঃখের দিনে ডাকে
ডাক দিয়ে পায় না তাকে কেউ।

খেয়াল মতো মূর্তি গড়ে, কত আশা কান্না দেয় বুকে
ইচ্ছা মতো মায়ার ধরায় যেমন খুশি নাচায় কৌতুকে।
এই খেয়ালীর ইচ্ছাতে হই আমরা খাঁচার পাখি—
সে কি জানে কী দুঃসহ প্রাণের দাহ, কী করে যে বাঁচার দিন কাটে
কখনো শুধু মনে হয় জীবন যেন
যন্ত্রণারই মরুভূমি ধূ-ধূ শূন্য ফাঁকা,
নিপুণ সুখের কারুকর্ম, চারুবর্ণ
কালের ধূসর মলাটে ধুলোয় প'ড়ে ঢাকা॥

পান্থ

ক্লান্তিকর রুক্ষ দিন, রাত্রি কাটে ঘুমের বিকারে।
উদয়াস্ত চলি আমি দাবদগ্ধ দুস্তর সংসারে
রৌদ্র ঝড়ে ধূলি ধূসরিত পথে, আশাবদ্ধ মনে,
হে সুন্দর! অনির্বাণ, তোমার সুচির অন্বেষণে।

মৃত্যু জানি ছায়া-সহচর, আর জরা শোক ভয়
সেও আছে ; নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ি, এ হৃদয়
কী দুঃসহ যন্ত্রণার ক্ষয়কীট খায় কুরে কুরে।
শান্তি চাই, নতুবা সমস্ত ব্যথা,

শবের চাদরে দাও মুড়ে।

কেন

নিরবধি ঢেউ কেটে নদীর মতন—
উধাও সুদূর—হে সময়, হে জীবন!
কেন তবে ফুল ফোটে গাছের শাখায়?
মেঘে ঝরে রামধনু, পাখি গান গায়?
রৌদ্রের দুপুরে মাঠে ওড়ে প্রজাপতি,
কেন সন্ধ্যা জ্বেলে দেয় আকাশে সেঁজুতি?—
জ্যোৎস্না-ঝরা রাত হয় অপরূপ গান,
দিন হয় গান—অমৃত আলোয় করে স্নান॥

নির্জন স্বাক্ষর

এক

যৌবন ছড়ায় রাঙা
ফুলের আগুন,
বর্ণময় দীপ্তি তার
অনির্বাণ দহন দ্বিগুণ।

দুই

স্মৃতির বেদনা বহ্নি রচে মূর্ত
আনন্দ-আরতি,
বিরহ বিজনে ফোটে স্বপ্নতনু
তোমার মূরতি॥

তিন

কী নিস্তব্ধ রাত
পূবের আকাশে জ্বলে
শীর্ণ পাণ্ডু চাঁদ,
শালবন
দূরে মাঠ ঘুমে অচেতন।
রাত দু'পহরে
কার ছায়া ঘোরে ?
শীতের বাতাসে
গাছপালা ভয়ে কাঁপে
ছায়া যায় স'রে।

চার

উদাসীন ফুল রয়
শূন্য নীলে চেয়ে,
একা বনময়
পথিক বাতাস বৃথা
ফেরে গান গেয়ে ॥

পাঁচ

মেঘের শিবিরে
সূর্য-সেনানী
দীপ্ত বর্শা ছোঁড়ে,
রাঙা সন্ধ্যার স্বপ্ন মিলায়
ধূসর দিগন্তরে—
একটি দিনের মোছে ইতিহাস
মৃত্যুর স্বাক্ষরে ॥

ছয়

রাত্রির মন্দির থেকে এসেছে কখন
শান্ত উষা, পৃথিবীর পথে দেবীর মতন।
পরণে সোনার চেলি, আলোর নূপুর
বাজে পায়, কণ্ঠে তার আশাবরী সুর।
রাঙা হাতে মাঠে, জনপদে সোনার থালা
উজ্জ্বল সূর্যের প্রসাদ প্রচুর বিলায় ॥

সাত

বহুদূর পথে
চলে যেতে
সন্ধ্যার অঙ্গন হ'তে
অন্তিম আলোয়
সূর্য তার রক্তিম নয়নে
দেখে এ ভুবনে ॥

আট

মৌমাছি আশাগুলি
নিরন্ত দেয় দূর দিগন্তে
দুরন্ত পাখা মেলি—
মৃত্যু-গোধূলি
অঞ্চলে নেয় তুলি ॥

নয়

স্মৃতির প্রবাল কীট
নিরন্তর গড়ে,
একটি নির্জন দ্বীপ
মনের গভীরে ॥

নয় (ক)

নিরিবিলি শব্দ ঝরে
—শুকনো পাতার,
ঐখানে অন্ধকারে
ছায়া দোলে কার ?

কী নিঝুম পথ-ঘাট,
কার কথা শুনি।
শিহরায় গাছপালা,
বাতাসের ধ্বনি।

ঝিকিমিকি জোনাকির
—লণ্ঠন হাতে,
শীতের ধূসর মূর্তি
ঘোরে মাঝ-রাতে ॥

দশ

রৌদ্র হাসি কলরব
শেষ দিনের উৎসব।
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়,
চেয়ে দেখি :
ইতস্তত আছে পড়ে
স্বপ্নের পালক কিছু—
ধূসর প্রান্তরে ॥

নির্জন প্রহর

এগারো

কর্কশ বন্ধুর স্বরে
সংসারের চাকা ঘোরে—
শব্দের কল্লোলে ডুবে
সমস্ত প্রহর
হারায় অন্তর।
বেদনার স্তব্ধক্ষণে শুনি,
কার শুভ-পদধ্বনি॥

বারো

অগম পথের পানে
নিশীথে বিরলে,
একা একা চলে মন
চিন্ময় চিন্তার জাল ফেলে—
আশায় উৎসুক,
ফোটে যদি দূরে
অদেখার চেনা মুখ॥

তেরো

মারীচ মায়ায় ভুলেছে
তোমার মন,
ভেঙেছে মনের কূল—
ব্যথা রঞ্জিত সিক্ত প্রাণের ফুল,
নিশীথ নীরবে নির্জনে দেই তুলে
সুদূরচারিণী রাত্রির অঞ্চলে॥

চৌদ্দ

রক্তাক্ত হৃদয় আর স্বপ্নের সম্ভার
দিয়েছি অঞ্জলি ভরে নৈবেদ্য পূজার,
পেয়েছি তোমার হাতে মৃত্যু উপহার ॥

পনেরো

অতীত আলোর নিভে গেছে দীপাবলি,
সোনার স্বপ্নে মোড়া থাক দিনগুলি—
স্মৃতির চিতায় রাঙা হোক ধূ-ধূ
গোধূলি বেলার ধূলি ॥

ষোল

অন্ধকারে করেছি অনেক
—স্বপ্ন-কুসুম চয়ন,
আশার অঙ্গারে পেলাম
যন্ত্রণারই দহন—
আজো শুধু পাইনি
তোমার মন,
তোমার দাবী কঠিন অতি
জীবন কিম্বা মরণ ॥

সতেরো

ধূ-ধূ মাঠ
ঘুমে কাঠ
কী নিঝুম রাত
কার ছায়া ঘোরে,
নির্জন প্রান্তরে ?
মাঝ-রাতে চাঁদ বুড়ি একা
মেঘ-সিঁড়ি বেয়ে দেয়
কোনো দূরে পাড়ি ?
এক পাশে ভয়ে জড়সড়
গাছ এক সারি ॥

আঠারো

হে অনন্যা, অন্তর আনন্দ যাচে—তাই এ পিপাসা,
বেজে ওঠে গান হয়ে প্রাণে ভালোবাসিবার ভাষা ॥

অহেতুক

তোমাকে চাই, কতরূপে পাই রৌদ্রে ফুলে তৃণে তরুণ-পল্লবে
বৃক্ষের বল্কলে, বৃষ্টিভেজা সরস মাটিতে পাই অনুভবে।
বাসনা-বিহ্বল চোখ সন্ধ্যাতারায়, বাসনার রঙ
আগুনের জ্বলন্ত শিখায়।
শ্যামশ্রী মেঘ-আঁকা পটের মত মুখ জলের আয়নায়—
বাংলা দেশের পদ্ম-পলাশের রঙে, সুপক্ক ফলের ঘ্রাণে
তোমার প্রাণের সৌরভ, ভোরের পাখির কলস্বরে তোমার
কথা ফোটে, গান ঝরে।
প্রজাপতির অস্থির প্রাণে—পাই প্রাণের স্পর্শ
তোমাকে তবু পাই না একান্ত করে,
তোমার মনকে পাইনে খুঁজে—জানি সবই মেলে
ঐ দূরের আকাশ, বুকের আলো, তোমাকেও পাবো—
সব চাওয়া গেলে॥

একা

উদয়াস্তের উৎসব চির একা।
খেলাঘর কত বাঁধবো বালুর চরে?
কোন্ বিদেশের বিজন পথের 'পরে,
হে পথিক, তব চরণ-চিহ্ন আঁকা?
তোমার সুদূরে স্বর্ণ-উষার পায়,
আলোর কমল ইশারায় উঠে ফুটে;
উদয়-শিখরে স্বপ্নের ঘুম টুটে
ইন্দ্রধনু সে সুন্দর কামনায়।
একা একা বসে বিজন প্রহর গণি,
কোনদূরে বাজে পথিক পায়ের ধ্বনি॥

নির্জন

নির্জন এ প্রান্তরের ঘাসে কাঁচাসোনা রোদ পড়ে গলে,
রৌদ্রের দুপুরে প্রজাপতি ওড়ে ঘাসে নরম রঙিন ডানা মেলে—
চেয়ে চেয়ে দেখি। মেঘ, ফুল, নদী, অবিরল পাখিদের গান
বনে মাঠে দিকে-দিকে দিগন্তের নীলে ছড়ায় আনন্দ অফুরান।

উদ্দীপ্ত প্রাণের ছন্দে—প্রাণ নেই ভরে। জ্যোৎস্নার প্রান্তরে
কে একাকী স্বপ্ন বোনে ? জেগে রয় চাঁদ তারা আকাশের ঘরে,
রাত্রির নির্জনে ফোটে অসীমের চেনা মুখ, ঝিঁঝিঁর সেতারে কাঁপে
সৃষ্টির আত্মার সুর। তখন দুপুর রাতে কার কণ্ঠ বহুদূর ডাকে॥

ইতিবৃত্ত

খেলা কর তুমি, ছড়াও ফুলের হাসি।
কথা বল, কেউ শোনে অমর্ত্ত বাঁশি।
শীতের সকালে রৌদ্রের মৌ ঝরে,
তুমি ঘোর রাঙা কাঠের ঘোড়ায় চড়ে।
বাড়ির উঠোনে উড়াও বিজয় কেতন,
জয় করে ফের অনায়াসে বহু মন।

যখন কিশোর, দেখি ঘুমভাঙা রাতে
কাঞ্চনমালা জেগে আছে তব সাথে।

যৌবন এলে বাতি জ্বলে কাচঘরে।
কাচাডালিমের শাখা ওঠে ফুলে ভরে।
মনের মহলে মায়ামূর্তিরা বসে
পাড়ি দেয় কত দূর স্বপ্নের দেশে।

দিন যায় দেখ সুকঠিন সংসার
বাড়ে সমস্যা বাড়ে দুঃখের ভার।
মৌমাছি আশা উড়ে যায় এলোমেলো,
চোখে ঝরে ম্লান অপরাহ্ণের আলো।

এরপর গৃহে কাল কাটে বনবাসে,
শীতের কঠিন পাতা ঝরা দিন আসে।
ফসলের ক্ষেত ক্রুর কীট করে নাশ,
কালোছায়া ঘোরে চারধারে বারোমাস।
বরফ-শীতল শীতের কঠিন দিন
স্মৃতির শিবিরে ধুকে ধুকে হয় ক্ষীণ।
কুয়াশা কঠিন শূন্য সকাল-বিকাল
চিতা-ধূমে আসে তাপ পোহাবার কাল॥

মৃত্যু

এক যে আছে আদ্যিকালের বুড়ি—
ঘরে-ঘরে ভুবন গ্রামে কী তার ঘোরাঘুরি।
ছেলে-বুড়ো, বৌ-ঝি যত পাড়ার,
চিরদিনই আসা-যাওয়া সবার কাছে তার।

হঠাৎ তাকে কেউ বা দেখে ফেলে,
দিন-দুপুরে ধূ-ধূ মাঠে চলেছে দীপ জ্বেলে।
আবার চলে সন্ধ্যে হতে
অন্ধকারে চাঁপাডাঙার পথে ;
খ্যাপার মতো তার এই মতিগতি—
কেউ জানে না কখন দেবে দৃষ্টি কার প্রতি।

সর্বনাশের নেভায় আগুন, হানাহানি দুরন্ত দুই পাড়ার,
একা-পথে দেখায় দূরের আলো, মাটির ঘর ছাড়ার।

এই ক'দিনের কারুকর্মে গাঁথা চিহ্নগুলি
কালের পায়ে গুঁড়িয়ে হবে ধূলি।
সাতপুরুষের শূন্য হবে ভিটা,
উড়বে হাওয়ায় চালের খড়-কুটা।

কেউ চায় না, ফুরায় তবু
তোমার আমার সবার প্রয়োজন,
নিপুণ হাতে কে করে যায়
আর এক আয়োজন।

চিরদিনের ভুবন গ্রামে তখনো যাবে দেখা,
কে চলেছে আঁধার রাতে মাঠের পথে একা॥

আর্তনাদ

ঐ আঁশটে গন্ধ মাছের কাটা, ভাঙা হাঁড়ি মাটির,
দেয়ালের ফাটল ;
পিচ্ছিল সরীসৃপের অন্ধবিবর—শ্মশানের নরকরোটি
বিশাল অন্ধকারে সব ঢেকে যায়।
দূর মাঠের পরিত্যক্ত কঙ্কাল, হাঁ-করা রাক্ষুসে গহ্বর,
বায়সের ছিন্ন পাখা,
শৃগাল-নখরের চিহ্ন সব মুছে যায়
এক অপরূপ অন্ধকারে।

দিনরাত কে সন্তর্পণে আমার পিছু পিছু ঘোরে,—
মৃত্যুর ছায়া
শ্রীহীন মানস-মায়ার কুৎসিত মশা মাছি
ভন্ ভন্ করে চারিদিকে :
আমার হৃৎপিণ্ডকে ধারালো হিংস্র দাঁত দিয়ে
কারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়,—
নিস্তেজ ক্লান্ত করে অসংখ্য দুশ্চিন্তার কীট।
অসিদ্ধ কামনার বিষণ্ণ রুক্ষ মূর্তি
আমার মনে ছাই-অঙ্গার ছড়ায়।
দুরন্ত আশার কাটালতা,
ছোটো-ছোটো সূচের মতো ধারালো ইচ্ছার ঘাস—
সারিবদ্ধ মায়াতরু

তার ভিতর দিয়ে বন্য বুদ্ধির পথ গেছে
বাঁকে বাঁকে ঘুরে—
সেই পথে আলোহীন পাতালপুরে
এক রক্তচক্ষু জন্তু আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে ?
লোভের রোমশ কর্কশ-হাত রজ্জুবদ্ধ পশুর মতো
আমাকে টেনে নিয়ে যাবে
ক্লেদাক্ত ক্রিমি-সংকুল কোনো অন্ধকার গর্তে ?
মা তোর অনাদি-অন্ধকারে আমায় ঢেকে দে।
আমাকে তুই অসহায় পশু করে রাখবি ?
বজ্রাহত তরুর মতো নিষ্প্রাণ হয়ে থাকবো
ধূ-ধূ মরুভূমির শূন্যতায়
রোদের আগুনে পুড়বে দেহ।
ঝড়ো হাওয়ায় ভাঙবে ডালপালা ?
অসংখ্য কামনার কীট, দুরন্ত ব্যাধির বীজ
আমাকে কুরে খাবে ?
আমি শুধু হবো করুণ অপচয় ?
তোর অনাদি জ্যোতির্ময় অন্ধকারে আমাকে ঢেকে দে
ওরা কেউ যেন খুঁজে না পায়॥

বিচিত্র মুহূর্ত

বিস্ময়

দিনের প্রখর আলোয়,
সে এক জাগ্রত বিস্ময়।
মেদুর সন্ধ্যার নির্জনে,
যেন তাকে স্বপ্ন মনে হয়,—
সে নিরন্ত আলোছায়া বুনে
ধূসর রেখায়,—তার মন
অন্ধকার নদীর মতন ॥

স্মৃতি

স্মৃতির নির্জনে
তোমার দু'চোখ,
অগোচরে মুছে নেয়
মরণের শোক।
স্মৃতির আলোকে
তোমার অনিন্দ্য মূর্তি
কে একাকী আঁকে ॥

প্রশ্ন

তোমার কটাক্ষে শুধু,—ভরে যায় আলোয় ভুবন,
কতকাল রবে আর অন্ধকারে বন্দী হয়ে মন ?

নির্জন প্রহর

অনন্ত

অনন্ত মানব জীবন
চলে দূর
কাল থেকে কালে,
বারবার জীবনকে
ফিরে পায়
মরণ পোহালে ॥

অন্ধপ্রাণ

রৌদ্র রঙ মেঘ পাখি আঙিনার ফুল
নেই এর স্থান,
উদয়াস্ত খাবে কুরে কামনার কীট
এই অন্ধপ্রাণ ॥

আমন্ত্রণ

উষার আমন্ত্রণে,
জেগে রয় একা স্তব্ধ আকাশ
অমাবস্যার করে,
—তারার প্রদীপ ধরে ॥

অসীম

নিঃশব্দ মাধুরী-মন্ত্রে লুপ্ত হ'লে জীবনের সীমা
সব অন্ধকার মুছে—শিবশুভ্র আলোর পূর্ণিমা
দেখা দেয় প্রাণলোকে, প্রীত-ছন্দে বাজে অণুক্ষণ
কী এক আনন্দ-গীতি। অলক্ষিতে আসে আমন্ত্রণ
অপূর্বের। অসীমের প্রসারিত স্তব্ধতার কর
নির্জন হৃদয়ে রাখে সুধাক্ষরা শান্তির স্বাক্ষর ॥

কে ?

নিরন্তর শুনি
কার পদধ্বনি,
কার ছায়া ঘোরে—
কে তুমি ?
শুধাই কৌতুকে,
সে ছায়ার অঞ্চলখানি
টেনে দেয় মুখে ॥

নিমন্ত্রণ

যে স্বপ্ন জাগে তারাদের চোখে
নিশীথ প্রহর ভরে,
দীপশিখা তারে জানায় নিমন্ত্রণ
নিরালা মাটির ঘরে ॥

বার্তা

রৌদ্র রঙ পাতা ফুল
পাখি কলরব
দিনের উৎসব
সময়ের ধূসর সাগরে
মুছে গেলে পর,
রাত্রির প্রাসাদে
কে একাকী রচে স্বপ্ন,
আকাশে তারারা
কথা কয় পরস্পর—
রাত্রির সাম্রাজ্যে শুনি
—তোমার খবর ॥

অসহায়

প্রেম স্বপ্ন গান প্রাণপুষ্প গুলি
এরা হয় বর্ণহীন ক্ষুধার অঞ্জলি—
অন্তরীক্ষে ওড়ে কৃষ্ণ মৃত্যুর শকুনি,
রাত্রিদিন শুনি শুধু সে পাখার ধ্বনি ॥

লেখা

ঝিঁ ঝিঁ ডাকে
রাত্রি ঝরে—
মৌন মন নিঃসঙ্গ প্রহরে,
লেখে সে আপন কথা
অশ্রুর অক্ষরে ॥

নির্জন প্রহর

অন্ধকারে

অন্ধকারে
খোঁজে কারে
স্মৃতির জোনাকী,
নিঃসঙ্গ একাকী ॥

বিচিত্ররূপ

কে ঘোরে মনের পথে,
—দিব্যকান্তি ঈশ্বরের দূত।
বিকেলের ধূসর আলোয়
দেখি এক কালিমাখা ভূত ॥

নিঃসঙ্গ

দূরের মাঠে রাত্রি কার
স্বপ্ন নিয়ে এলো,
কে দেখাবে অন্ধকার
আমার ঘরে আলো ॥

নির্জন প্রহর

নির্ভর

আমি আছি তোমার পানে চেয়ে—
অন্ধকার এখন সবার ঘরে,
জ্বেলেছো তাই তারার দীপ তুমি
আপন হাতে আমায় আকাশ ভরে ॥

বহ্নি

জ্বেলেছ তুমি অনির্বাণ
বহ্নি-বেদনার,
সেই আলোতে হতেছি পার
মনের অন্ধকার ॥

আশা

রাত্রি চাঁদ তারা
দিনের আকাশে হারা
রৌদ্রের বাসরে
আশার ধূসর মৌমাছি
একা একা ঘোরে ॥

নির্জন প্রহর

বৃদ্ধ

দিনের শেষে

ফসল কাটা মাঠে

বৃদ্ধ ম্লান কালের ছায়া

দূরের পথে হাটে,

স্মৃতির তাপে

মাঘের বেলা কাটে ॥

বৈরাগী দুপুর

শস্যহীন শূন্য ধূ-ধূ মাঠে,

একা একা কার ছায়া হাঁটে ?

বৈরাগী দুপুর,

বাজায় আপন মনে

ক্লান্তিহীন সুর ॥

নিঝুম রাত

নিঝুম রাত নিঝুম হয়ে আসে

রাতের বনময়,

ঝিঁ ঝিঁ তারা ঝরাপাতা

তোমার কথা কয় ॥

নির্জন প্রহর

মোহমুক্ত

তোমার চোখে
দেখছি ছলনার
জ্বলছে চিতা ধূ-ধূ,
মৌমাছি মন
পান করে বুঁদ
ক্ষণিক আলোর মধু ॥

যৌবন

যৌবন সাধে জ্বলন্ত শিখা
অগ্নিবীণায় গান,
মৃত্যুর মুখে হেসে তুড়ি দিয়ে
ফেরে দুরন্ত প্রাণ ॥

শান্তি

কী নিস্তব্ধ চারিদিক, শুধু
দিনের আকাশ জ্বলে ধূ-ধূ
কাক ডাকে, তখন খোঁজে কে—
এই মন, একটু শান্তির ছায়া
তোমার দু'চোখে ॥

নির্জন প্রহর

একা

স্মৃতির বাসরে
নিঃসঙ্গ প্রহরে—
উদাসীন মন,
কল্পনার ধূসর পালকে
তোমার প্রার্থিত মূর্তি
একা যায় এঁকে ॥

বিরহ

নিঃশব্দে কখন গেছ চলে
অনির্বাণ দুঃখ-দীপ জ্বেলে,
সে আলোয় রাত্রি হ'লো দূর,
দেখি রূপ জীবন-মৃত্যুর ॥

শাশ্বতী

নক্ষত্রের মত তুমি
নির্জন সুদূর,
স্মৃতির বেদনা-মূর্তি
অনিন্দ্য আনন্দ-রূপে
আজ আরো হয়েছে মধুর ॥

দূরচারিণী

তোমাকে পরাই স্বপ্নের মণি—
কবিতার উপহার,
বিদায় আকাশে তুমি শুধু এক
দ্যুতি দূর তারকার ॥

উৎস

স্বপ্ন তোমার
উৎস এ কবিতার
স্মৃতি-বিস্মৃতি গান,
উৎসাহ তুমি
জীবনে অনির্বাণ ॥

দুরন্ত আশা

দুরন্তআশা যত বাসা বাঁধে বুকে,
যত প্রাণ ঢাকে আপাত মধুর সুখে—
চারিদিকে ঘোরে প্রহরে প্রহরে
মৃত বাসনার প্রেতছায়া অগনণ।
মিছে পথ খুঁজে মরে এই আঁখিতারা,
অতন্দ্র অমা উদয়-অস্তহারা—
হে উষা, ব্যর্থ আর্ত আমন্ত্রণ ?
দৈব দুরাশা, স্বপ্নের অবসান।
কোথা মেঘছায়া ঝরে শান্তির জল,
উদয়-দীপ্ত অবারিত দিক-দিগন্ত উজ্জ্বল—
বন-মর্মরে কান্তকুটজে নববসন্ত গান ?
নিরালোকে সহি সমূহ বিড়ম্বনা,
বাসনার ছায়া অনাদি আমিরে ঢাকে,
নষ্টচন্দ্র ক্রুর বিদ্রূপ ললাট রেখায় আঁকে ॥

আলোর গান

একটি ছোটো পাখি নির্জন ডালে বসে
অনেকক্ষণ ধরে অবিরল আমন্ত্রণ জানিয়েছে,
আশ্চর্য সকাল হলো—
আলোর স্পর্শে কুঁড়ি হল ফুল,
আলোর নদীতে ডানা ভাসায় প্রজাপতি
কী বিচিত্র রঙের মায়া ছড়ালো—
মৌমাছি, মাছি, কালোভ্রমর করে গুঞ্জন
কেউ বসে নেই—
এরা সবাই পৃথিবীকে কিছু দেয়,
কী সুন্দর লাগে পৃথিবী।

রাত্রির আকাশ হয় অন্ধকার
কিন্তু অন্ধকারে হারিয়ে যায় না রাত্রি
জ্বেলে রাখে অগণ্য তারা
আলোর ফুলকি—
অপরূপ হয়ে ওঠে অন্ধকার।
শরীর তোমাকে ঘিরে আছে,
শরীরের সুখ—আদিম বাসনা,
সেখানে জ্বেলে রাখ
তোমার মনকে, আত্মাকে—
অপরূপ হয়ে উঠবে তুমি।

নির্জন প্রহর

মৌমাছি অতি ক্ষুদ্র শরীরে করে বাস,
সে ফুলের পাড়ায় ওড়ে।
পিঁপড়ে থাকে রুক্ষ ধুলোয়
ধুলোর রেণু থেকে খুঁজে নেয় অমৃতের কণা।
আর তুমি শুধু শরীরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবে,
এর অন্ধকারে থাকবে ডুবে ?
অসংখ্য কামনার কীট
তোমাকে রাখবে ঢেকে,
আর ক্ষমাহীন মৃত্যু আনবে ক্ষয়,
দেহে জরার চকখড়ি যাবে এঁকে।

কত রৌদ্র রাত্রি
অপরূপ আকাশ ঝরছে
তোমার চারদিকে—
কী তুমি পেলে,
কী দিয়েছো পৃথিবীকে ?
ছোটো বুনোফুল বুকে নেয় আলোর পরশ
একটা জায়গা সে আলো করে রাখে,
পায়ের নিচের ঘাস
অক্লান্ত সবুজ স্নেহে ঢেকে রাখে রুক্ষ মাটির বুক!
তুমি শুধু কামনার কালি মেখে
কালো করে যাবে ঈশ্বরের আকাশ,
দুষ্ট হিংসার ক্ষতে, লোভের প্রহারে হবে

নির্জন প্রহর

তুমি নিস্তেজ, বিকৃত—
বিধাতার মহৎ সৃষ্টি তুমি
তোমার সত্তার গভীরে জ্বলছে
অনির্বান অগ্নি,
সেই অগ্নির অক্ষরে লিখে রাখ
আপন স্বাক্ষর,
চিরদিন জ্বলুক—জ্বলুক মৃত্যুকে তুচ্ছ করে
কয়েকটি উজ্জ্বল প্রহর।
শরীরের ক্ষুধায় অন্ধকারে হারিয়ে যাবে তুমি?
এই পৃথিবীর আকাশ আলো মাটি
সবই সুন্দর হতে চায়,
অশেষ সুন্দর হবার বেদনা সবার বুকে—
ঈশ্বর তোমার মধ্যে সুন্দর হয়ে বাঁচতে চান,
কান পাত তুমিও শুনবে বুকের অন্ধকারে
কে কাঁদছে,
তুমি সুন্দর হও।
এজন্য তিনি সৃজন করেছেন
তোমাকে ঘিরে এতো রূপ রস
আনন্দের আয়োজন।।

———

প্রথম পংক্তির সূচী

নির্জন প্রহর

নির্জন স্বাক্ষর

বিচিত্র মুহূর্ত

প্রাপ্তিস্থান

মহেশ লাইব্রেরী

২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জিজ্ঞাসা

১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশিং সিণ্ডিকেট

৬, কলেজ স্কোয়ার (ঈষ্ট)

কলিকাতা-১২

উদয়াচল

৮১বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯